আজকের কাগজ

তারিখ 24 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

25

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের নামে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি হলের নামকরণের দাবি

নিজাম উদ্দিন জোয়ারদার ঃ বাংলাদেশের সাতজন কৃতী সন্তানের একজন হলেন বীশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান। এ বীর সন্তান ঝিনেদা জেলার মহেশপুর থানার খোরদা খালিশপুর গ্রামে ১৯৫৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্র পিতা আব্বাছ আলী মন্ডল ছেলেকে বেশিদূর লেখাপড়া করাতে না পারায় দেশপ্রেমিক হামিদুর রহমান প্রথমে জনসার বাহিনীতে ও পরে ১৯৭১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ২৫ মার্চ '৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের জনগণের ওপর আক্রমণ শুরু করলে প্রতিবাদী হামিদুর রহমান ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অক্টোবর মাসের শেষদিকে তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন নির্ভীক সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করছিলেন সিলেট এলাকায়। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার দলই সীমান্ত চৌকি পাকিস্তানী সৈন্যরা ঘিরে রেখেছিলো। এটা দখলে আনা ছিলো খুবই কষ্টসাধ্য। আলোচনা চলছিলো কিভাবে কি করা যায়। কিন্তু সবাইকে হতবাক করে দিয়ে একটা হালকা মেশিনগান সম্বল করে হামিদুর বেরিয়ে পড়েন এবং শত্রুঘাঁটির পঞ্চাশ গজের মধ্যে ঢুকে পড়ে মেশিনগানের গুলিতে হানাদার বাহিনীর

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান

কমান্ডারসহ অনেককে হত্যা করে অত্র এলাকাকে শত্রুমুক্ত করেন। তার সাথীরা যখন তার কাছে এসে পৌছুলো তখন দেখতে পেলো প্রতিপক্ষের গুলির আঘাতে হামিদুরের ছিন্ন-ভিন্ন লাশ পড়ে আছে। নিজের জীবন দিয়ে তিনি মাতৃভূমিকে মুক্ত করে গেলেন।

স্বাধীনতার জন্যে জীবন বিসর্জন দিলেন এ অসীম সাহসী বীর। সেই মহান সৈনিক আজ চির নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন মৌলভীবাজারে আমবাসা গ্রামে। জাতি বীরত্বকে সম্মান জানানোর জন্যে তাকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করে।

এ হামিদুর রহমান ঝিনেদার গৌরব। তার স্মৃতি রক্ষার্থে অদ্যাবধিও ঝিনেদার কোনো সড়ক কোনো প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়নি তার নামে। এছাড়া গড়ে ওঠেনি কোনো স্মৃতিস্তম্ভ। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের নাম 'বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান' করা হোক এটা ঝিনেদাবাসীর দাবি।

উল্লেখ্য, এ বীরের স্মৃতি রক্ষার্থে মৌলভীবাজার জেলার কলমগঞ্জ থানার দলই সীমান্তে আউট পোস্টের পার্শ্বে কাঁঠালতলিতে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে তা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে ১৯৯২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি।